

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিননের গুণ ও বৈশিষ্ট্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আইরিন আক্তার

রোলঃ 227021099

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিননের গুণ ও বৈশিষ্ট্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আইরিন আক্তার

রোলঃ 227021099

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মুমিননের গুণ ও বৈশিষ্ট্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আইরিন আক্তার, আইডিঃ 227021099 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ মুজিবুর রহমান

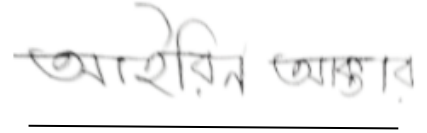
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মুমিননের গুণ ও বৈশিষ্ট্য” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আইরিন আক্তার

আইডিঃ 227021099

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা	1
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুমিনের ৫০টি গুণাবলী.....	25
প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলি.....	30
প্রকৃত মুমিনের বিশেষ পাঁচ গুণ.....	32
যে ৪ গুণ মুমিনের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়.....	33
সূরা মুমিনুন : সফল মুমিনের কয়েকটি গুণ.....	35

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

মহান রবের ওপর ভরসা ও পূর্ণ আস্থা অর্জন অর্থাৎ যারা আপন রব ছাড়া কারও ওপর আস্থাশীল ও আশাবাদী নয়। তাকে পাওয়াই যাদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যারা তার কাছ থেকে সবকিছু প্রার্থনা করে মঞ্জুর করিয়ে নেয়। নামাজ কায়েম করা। নামাজ কায়েম মানে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতের প্রতি যত্ন রেখে যথাসময়ে নামাজের পাবন্দি করা।

মুমিন মানে বিশ্বাসী। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসীকে মুমিন বলা হয়। ইসলাম মানে আনুগত্য, মুসলিম অর্থ অনুগত ব্যক্তি, যিনি ইমানের সঙ্গে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসুল-এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। মুমিন ও মুসলিম জন্মগত ও বংশীয় পরিচয় নয়, বিশ্বাস ও কর্মে তা অর্জন করতে হয়।

নিচে মুমিনের কিছু গুণ দেয়া হলো:-

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে একজন মুমিনের মর্যাদা অনেক বেশি। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ‘একজন মুমিন কৃতদাস একজন (স্বাধীন) মুশরিকের চেয়ে উত্তম।’ (সূরা বাকারা : ২২১)।

ইমান-আমলের ওপর ভিত্তি করেই একজন মানুষ পরকালে কাক্ষিত মর্যাদা লাভ করবে। মুমিনের যথাযথ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন না করে শুধু জন্মসূত্রে কিংবা কালিমা পরে ইমান গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। আল্লাহতায়াল পবিত্র কুরআনে প্রকৃত মুমিনের অনেক গুণাবলি উল্লেখ করেছেন। এখানে সূরা আনফালে বর্ণিত পাঁচটি গুণ উল্লেখ করা হলো-

‘প্রকৃত মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম নেওয়া হলে, তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা আপন প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রাখে। যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো প্রকৃত মুমিন! তাদের জন্য রয়েছে আপন প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।’ (সূরা আনফাল : ২-৪)।

কুরআনের আয়াত শোনা মাত্রই অন্তর কেঁপে ওঠে অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও ভালোবাসায় ভরপুর, যার দাবি হলো তাঁর শ্রদ্ধা ও ভয়। আর রবকে যে ভয় করে তার জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। ইরশাদ হয়েছে-‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে নিভৃত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।’ (সূরা নাজিয়াত : ৪০-৪১)।

ইমানের উন্নতি অর্থাৎ কুরআনের আয়াত শোনামাত্রই তাদের ইমান বৃদ্ধি পায়; কারণ তারা গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সঙ্গে কুরআন শ্রবণ করে। ফলে সেটি অন্তরে রেখাপাত করে।

মহান রবের ওপর ভরসা ও পূর্ণ আস্থা অর্জন অর্থাৎ যারা আপন রব ছাড়া কারও ওপর আস্থাশীল ও আশাবাদী নয়। তাকে পাওয়াই যাদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যারা তার কাছ থেকে সবকিছু প্রার্থনা করে মঞ্জুর করিয়ে নেয়।

নামাজ কায়েম করা। নামাজ কায়েম মানে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতের প্রতি যত্ন রেখে যথাসময়ে নামাজের পাবন্দি করা। (তাফসিরে জালালাইন : ১৪৭)।

ইমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ। প্রিয়নবি (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যথাযথভাবে পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে এবং অবহেলা করে এর কোনোটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা ঠিকমতো পালন করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’। (সুনানে আবু দাউদ : ১৪২০)।

আল্লাহর রাস্তায় দান করা। জাকাত-ফিতরা, নফল সদকা, পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় প্রভৃতি সবকিছুই দানের অন্তর্ভুক্ত। তবে আল্লাহর কাছে তার সৃষ্টিকুলের জন্য উপকারী ব্যয়ই সর্বাধিক পছন্দনীয়। আল্লাহ আমাদের প্রকৃত মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুমিনের গুণ সম্পর্কিত কিছু হাদীস নিচে দেয়া হলোঃ-

১. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস-হাদীসে জিবরীলে এসেছে-

فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ
بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

হযরত জিবরীল আ. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ঈমান হল, তুমি ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি। এবং তুমি ঈমান রাখবে তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি’। জিবরীল আ. বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮

ঈমানের স্বাদ

২. আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে রবরূপে, ইসলামকে দ্বীনরূপে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাসূলরূপে সন্তুষ্টিচিহ্নে গ্রহণ করবে।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৪

সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ সেই বুঝতে পারে যার জিহ্বায় স্বাদ আছে। রোগ-ব্যাধির কারণে নষ্ট হয়ে যায়নি। তদ্রূপ ঈমান ও যাবতীয় আমলের স্বাদও ঐ খোশ নসীব ব্যক্তিই অনুভব করে যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিচিহ্নে ও সর্বান্তকরণে আল্লাহকে রব ও পরওয়ারদিগার

এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল ও আদর্শ এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে।

আল্লাহ তাআলা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের সাথে যার সম্পর্ক কেবলই বংশগত ও প্রথাগত বা কেবলই চিন্তাগত ও বুদ্ধিগত পর্যায়েই নয় বরং সে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং ইসলামের অনুসরণকে মনে-প্রাণে নিজের জীবনে গ্রহণ করে নেবে। সেই ঈমানের স্বাদ আশ্বাদন করতে পারবে। (মাআরিফুল হাদীস, হিস্যা : ১, পৃ. ৯১)

ঈমানের মিষ্টতা

৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ.

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া, কাউকে ভালোবাসলে শুধু আল্লাহরই জন্য ভালোবাসা, আর কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে এমন ঘৃণা করা, যেমন সে ঘৃণা করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩

এই হাদীসের বিষয়বস্তুও আগের হাদীসের বিষয়বস্তুর প্রায় কাছাকাছি। উপস্থাপনায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এই হাদীসে বলা হচ্ছে, ঈমানের মিষ্টতা ঐ ব্যক্তিই অনুভব করতে পারবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসায় পরিপূর্ণ সমর্পিত থাকবে-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জগতের সবকিছু থেকে বেশি ভালবাসবে। অন্য কারো প্রতি যদি তার ভালবাসা হয়, তা হবে সম্পূর্ণ এই ভালবাসার অধীন। আর ইসলাম তার এতই প্রিয় যে, ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া, কুফুরীতে লিপ্ত হওয়া তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সমতুল্য। (মাআরিফুল হাদীস, হিস্যা : ১, পৃ. ৯১)

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

ঈমানের সত্ত্বরের অধিক (অন্য বর্ণনায় আছে, ষাটের অধিক) শাখা রয়েছে, এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর সর্বনিম্ন শাখা হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৫

অগ্রগণ্য মত হিসেবে এখানে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি। বরং আধিক্য বোঝানোই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ঈমানের শাখা-প্রশাখা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐসব কর্ম ও আচরণ এবং বাহ্যিক ও আত্মিক ঐসব অবস্থা ও গুণাবলী, যা ঈমানের সূত্র ধরে মুমিনের মাঝে অর্জিত হওয়া কাম্য। বস্তুত যা ঈমানেরই ফল ও নতীজা।

এই হাদীসে ঈমানের শ্রেষ্ঠ শাখা বলা হয়েছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়া, যা মূলত ঈমানের প্রবেশ পথ। এর পরে ভালো ও কল্যাণমূলক যত কাজ আছে, আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত বা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, সবই ঈমানের বিভিন্ন পর্যায়ের শাখা। সবশেষে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়াও ঈমানের একটি শাখা।

হাদীসের শেষে বিশেষভাবে হায়ার কথা বলা হয়েছে- ‘হায়ার বা লজ্জা হল ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মানবীয় স্বভাবের মধ্যে হায়ার এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে স্বভাবের তাড়নায়ই মন্দ কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত রাখে এবং অনেক সৎকর্ম ও সুন্দর আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। এদিক থেকে ঈমান ও হায়ার মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র রয়েছে। (মোআরিফুল হাদীস, খ. ১, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০, হিস্যা : ১,

ঈমানের আলামত

৫. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّكَ حَسَنُكَ وَسَاءُكَ سَيِّئُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভালো কাজ যদি তোমাকে আনন্দ দেয় আর মন্দ কাজ তোমাকে পীড়া দেয় তাহলে তুমি মুমিন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২১৬৬

ঈমানের এক বিশেষ আলামত হল, মুমিন যখন কোনো ভালো কাজ করে তখন তার অন্তরে আনন্দের অনুভূতি হয়, আর তার থেকে কোনো মন্দ কাজ হয়ে গেলে সে ব্যথিত ও দুঃখিত হয়। যতক্ষণ ব্যক্তির অন্তরে এই অনুভূতি থাকবে, বোঝা যাবে যে, তার ঈমানী রূহ বহাল আছে। এই অনুভূতি এরই ফলাফল। (মাআরিফুল হাদীস খ. ১, হিস্যা. ১, পৃ. ৯০)

মুমিনদের একাত্মতা

৬. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ, একে অপরকে শক্তি যোগায়। একথা বলে তিনি তাঁর দুই হাতের আঙুল প্রবিষ্ট করে দেখালেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৫

৭. প্রাচীরের একেকটি ইট অপরটির সাথে দৃঢ়ভাবে জুরে থাকে। কোথাও সামান্যও ফাঁকা থাকে না। যার ফলে প্রাচীরটি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এমন মজবুত হয়, ঝড়-তুফানে এবং শত্রুর আক্রমণেও তা টলে যায় না। তেমনি মুমিনরাও যেন হয় প্রাচীরের মত। তারা একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে জুড়ে থাকবে, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাদের মাঝে কোনো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা থাকবে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাতের আঙুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখালেন, মুমিনদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মানুষ যেন এমনভাবে একতাবদ্ধ হয়, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দুই হাতের বিভিন্ন রকম আঙুলগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে একটি জিনিস, একটি অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। (মাআরিফুল হাদীস, খ. ৩, পৃ. ৩২৬)

৮. নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

মুমিনদেরকে দেখবে পরস্পরের প্রতি মমতা, হৃদয়তা ও দয়াদ্রুতায় এক দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহ অনিদ্রা ও জরাক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে তার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৬

মুমিনদের পরস্পরের মাঝে ঈমানী বন্ধন কেমন সুদৃঢ় হওয়া উচিত তা আমরা এই হাদীস থেকে পাই। মুমিনদেরকে যে কেউ দেখলেই যেন উপলব্ধি করতে পারে, শুধু ঈমানী যোগসূত্রের কারণেই তারা একে অপরকে ভালোবাসে, একে অপরের প্রতি মমতা ও হৃদয়তা পোষণ করে। পৃথিবীর কোথাও কোনো মুমিন আক্রান্ত হলে সবাই তার জন্য এগিয়ে আসে, তার পাশে দাঁড়ায়, তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে, ঈমানের দাবিদার হয়েও যদি কারো মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে তার উপলব্ধি করা

উচিত যে, এখনো তার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান নসীব হয়নি। ঈমানদারদের এই বৈশিষ্ট্যের কথাই কুরআন মাজীদে এসেছে-

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়াদ্র) সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বাক্যে। (মাআরিফুল হাদীস খ. ১ হিস্যা-২, পৃ. ১৩৬)

মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তাই পছন্দ করে

৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ না করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৫

১০. আবদুল্লাহ ইবনে আম্র রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرْخَزَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

যে চায় তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক, জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তাহলে তার যেন মৃত্যু আসে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ নিজের সাথে করা হোক সে পছন্দ করে। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৮০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৪

মানুষের সাথে আচরণের বিষয়ে অতি সহজ, সুন্দর ও স্বভাব-অনুকূল একটি মূলনীতি আমরা এই হাদীস শরীফ থেকে পাই। প্রায়োগিক জীবনে যদি এই মূলনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয় তাহলে আচরণ হবে নিৰ্ভুল, প্রশান্তিময় ও স্নিগ্ধতাপূর্ণ।

মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার সুন্দর করার গুরুত্ব কত তা এই হাদীস শরীফ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। মানবের চূড়ান্ত সফলতা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের উপায় হিসাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পর উত্তম আচার-ব্যবহারের কথা বলেছেন।

ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্বের দাবি

১১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ أَخِيهِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكْفُفُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

মুমিন মুমিনের জন্য আয়না, (তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে তা সংশোধন করে দেয়)। আর এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই, সে তার ভাইয়ের জমিজমাকে সুরক্ষা দেয় এবং তার ভাইকে তার পেছন থেকে আগলে রাখে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৮; আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ২৩৯

আয়নার সামনে যে দাঁড়ায়, আয়না তার চেহারার খুঁত ও অসৌন্দর্য তুলে ধরে এবং হুবহু যা, তাই শুধু প্রকাশ করে। কোনো বাড়ায়-কমায় না। এবং তা তার সামনেই শুধু প্রকাশ করে, অন্য কারো সামনে তা প্রকাশ করে না। তেমনি মুমিন যেন অন্য মুমিনের দোষ ও ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রে হয় আয়নার মত। (মাআরিফুল হাদীস খ. ৩, পৃ. ৩৩২)

মুমিনদের পরস্পরের সম্পর্ক হল ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ দাবি এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। জমিজমা, জীবিকা এসব নিয়ে দুনিয়াতে মানুষের কত আয়োজন, কত দৌড়ঝাঁপ। একে ঘিরে তার কত দুশ্চিন্তা, কত অস্থিরতা! এসব ক্ষেত্রে মুমিন যেন তার মুমিন ভাইকে সুরক্ষা দেয়, তার আড়ালে-অনুপস্থিতিতেও তাকে যেন সে আগলে রাখে। কোনো মুমিনের মাধ্যমে যেন অন্য মুমিনের কোনো ক্ষতি না হয়। কোনো রকম

পেরেশানী না হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা যেন ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের দাবি, তেমনি তা ভাইয়ের পক্ষ থেকে ভাইয়ের জন্য বড় পাওয়াও বটে!

১২. উকবা ইবনে আমের রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। সুতরাং কোনো মুমিনের জন্য জায়েয নেই তার ভাইয়ের বিক্রয়-প্রস্তাবের উপর নিজে প্রস্তাব করা এবং তার ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজে প্রস্তাব করা। হাঁ, যদি সে ছেড়ে দেয় (তাহলে সেখানে প্রস্তাব করতে পারে)। - সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪১৪

স্পষ্টই যে, এটা প্রথমে প্রস্তাবকারী ব্যক্তির জন্য কষ্টের কারণ, এবং এটা তার অন্তরে গিয়ে বিঁধে। ভাই কি ভাইকে এভাবে কষ্ট দিতে পারে? আর এমন কাজ দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও মানবিকতা ও মানসিকতার দিক থেকে বড়ই আশোভন! তাছাড়া এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে বড় ধরনের ফিতনাও হয়ে যায়।

‘মুমিন’ নামের দাবি

১৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّوَاءَ.

মুমিন সেই, যার থেকে মানুষ (সবদিক থেকে) নিশ্চিত থাকে, মুসলিম সেই যার জিহ্বা এবং হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির হল ঐ ব্যক্তি, যে অন্যায় বর্জন করে চলে। - মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৬৫৬১

মুমিন শব্দটিই নিরাপত্তার অর্থ ধারণ করে আর মুসলিম শব্দটি ধারণ করে শান্তির অর্থ। কাজেই মুমিন ও মুসলিম নামের অধিকারী যিনি হবেন তিনি তো কারো জন্যই শংকা ও অশান্তির কারণ হবেন না। আর যে হিজরত করে দেশ ছেড়েছে, তাকে তো গোনাহ, অন্যায়-পাপাচার ছাড়তেই হবে; এটা ‘মুহাজির’ নামটিরই দাবি।

আমানতদারি মুমিনের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য

১৪. আনাস রা. বলেন,

مَا خُطِبْنَا نَبِيٍّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا
عَهْدَ لَهُ.

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেই বলতেন ‘তার ঈমান নেই, যার আমানতদারি নেই আর যার প্রতিশ্রুতিশীলতা নেই তার দ্বীনদারি নেই। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২৩৮৩

বাংলাভাষায় আমানত শব্দের সাধারণত যে অর্থ আমরা বুঝি, কুরআন-সুন্নাহয় আমানতের অর্থ এরচেয়ে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। কুরআন-সুন্নাহর ভাষায় বান্দার প্রতি আল্লাহ পাকের সমস্ত হক (হুকুকুল্লাহ) আমানতের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ মানুষের পরস্পরের মাঝে আস্তা ও নির্ভরতার যত ক্ষেত্র আছে সবই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ, অর্পিত দায়-দায়িত্ব, প্রার্থিত মতামত ও পরামর্শ, একান্ত কথাবার্তা ইত্যাদি সব একেকটি আমানত। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে, মুসলিম জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন আমানত রক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠে সে বিষয়ে কুরআন মাজীদে ও হাদীস শরীফে বহু হেদায়েত ও তাকীদ এসেছে। এই হাদীসে আমরা পাই যে, এটা ছিলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের নিয়মিত প্রসঙ্গ।

মুমিনের কাছে ঈমানের দাবি

১৫. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتْ.

যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে ইকরাম করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, আর না হয় নীরব থাকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৭

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া। প্রতিবেশীর সাথে সদাচার করা এবং অতিথির আতিথ্য- এসব বিষয়কে মনে করা হয় শুধুই ভদ্রতা, সভ্যতা ও সামাজিকতার বিষয়। অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বিষয়গুলো কীভাবে উপস্থাপন করেছেন- যে আল্লাহর ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন...। অর্থাৎ এটিও একটি দ্বীনী কাজ এবং এটিও ঈমানের একটি শাখা।

ইসলামী শরীয়তে মেহমান ও মেজবানের বিষয়ে বিস্তারিত বিধান রয়েছে। বিভিন্ন আদব রয়েছে। সেসব বিধান ও আদব রক্ষা করে যদি আমলটি করা হয়, তাহলে একদিকে তা যেমন অতি মহিমময় ফযীলতপূর্ণ কাজ, তেমনি তা মেহমান-মেজবান উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রশান্তি, আনন্দ ও মাধুর্যেরও বিষয়।

এর পরবর্তী প্রসঙ্গ হল- হয় ভালো কথা বলবে, না হয় নীরব থাকবে। মানুষের পারস্পরিক জীবনে স্বভাব ও চরিত্রগত যে দিকগুলো সবচেয়ে বেশি সামনে আসে এবং যার প্রভাবও বিস্তৃত হয়ে থাকে সেগুলোর একটি হল, পরস্পর কথা বলা। কুরআন মাজীদে ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন শিরোনামে এই বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে।

কথা বললে হয় ভালো কথা বলব, আর না হয় নীরব থাকব। এটা এই বিষয়ের মৌলিক শিক্ষা এবং একটি ঈমানী আমল। সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মুমিনের জন্য এই আমলের বিষয়ে যত্নবান থাকা কর্তব্য। এর সুফল দুনিয়াতে-আখিরাতে উভয় জাহানে সে লাভ করবে। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে সচেতন না হলে পার্থিব জীবনে যেমন অশান্তি দেখা দেবে তেমনি এর জন্য আখেরাতেও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

প্রতিবেশীর সাথে মুমিন

১৬. আবু শুরাইহ খুজায়ী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ
جَارُهُ بَوَائِقِهِ.

আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়। জানতে চাওয়া হল, কে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, যার অনিষ্ট ও উৎপীড়ন থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৬

উপস্থাপনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী জালাল ও প্রতাপ নিয়ে বিষয়টি ইরশাদ করেছেন। কত কঠিন ছিল বলার ভাব ও আন্দায!

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- সে জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৬

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন প্রতাপাশ্রিত ইরশাদ, আর এমন ভয়াবহ হুঁশিয়ারির পরও প্রতিবেশীর সাথে আচরণ সুন্দর করার ফিকির না করা সত্যিই বড় দুর্ভাগ্যের কথা। (মাআরিফুল হাদীস, খ. ৩, পৃষ্ঠা ৩০৮)

উচ্চ আওয়াজে গান-বাদ্য বা সঙ্গীত ছেড়ে দেওয়া, যাতে প্রতিবেশীর আরাম-বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে, বড়ই অন্যায় কাজ। তাছাড়া এমনিতেও এটি একটি ঘৃণিত কাজ।

১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ.

সে তো মুমিন নয়, যে নিজে তৃপ্তিভরে আহার করে, আর তার প্রতিবেশী থাকে অনাহারে, অর্ধাহারে। -আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ১১২

পূর্ণাঙ্গ মুমিন

১৮. আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

ঈমানের দিক থেকে মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঐ ব্যক্তি, যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮২; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৬২

অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণতা চরিত্রের সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল। যে যত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে, তার ঈমান তত বেশি পূর্ণাঙ্গ হবে।

মুমিনের চরিত্রের মহাত্ম্য

১৯. আয়েশা রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

নিশ্চয়ই মুমিন তার চরিত্রের সৌন্দর্য দিয়ে রোজাদার তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৭৯৮

অর্থাৎ আল্লাহর যে বান্দা নিজের আমল-আকীদা, কর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাচ্চা মুমিন হবে, সাথে সাথে সুন্দর চরিত্রের অধিকারীও হবে, সে যদিও রাতে বেশি নফল নামায পড়ে না, বেশি রোযা রাখে না, তবুও সে তার সুন্দর চরিত্রের কারণে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করবে, যে দিনে রোযা রাখে, আর রাতভর নফল নামায আদায় করে। (মআরিফুল হাদীস খ. ১. হিস্য. ২ পৃ. ১০৯)

উত্তম মুমিন

২০. আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, এমন মুমিন, যে নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, এমন মুমিন, যে নির্জনে কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় বাস করে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৮৮

মুমিনের কিছু গুণাবলি দেয়া হলো:-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ- (সূরত الحجرات)

‘প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। বস্তুতঃপক্ষে তারাই হ’ল সত্যনিষ্ঠ’ (হুজুরাত ৪৯/১৫)।

অত্র আয়াতে প্রকৃত মুমিনের দু’টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। ১. সন্দেহমুক্ত দৃঢ় ঈমান এবং ২. আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপন। ‘জিহাদ’ অর্থ সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা। যা কথা, কলম, সংগঠন তথা সার্বিকভাবেই হয়ে থাকে। সশস্ত্র জিহাদও এর মধ্যে शामिल। যুগে যুগে উদ্ভূত শিরকী দর্শনচিন্তা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাওহীদভিত্তিক দর্শনচিন্তা ও সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশ সাধনের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাই হ’ল ইসলামের চিরন্তন জিহাদ। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে যা সর্বদা সর্বত্র প্রযোজ্য। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ ‘তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা’।[1] কুরআনের সর্বত্র জিহাদের বর্ণনায় আল্লাহ প্রথমে মালের কথা এনেছেন। কারণ জিহাদে প্রথম মালের প্রয়োজন হয়।

মুমিনের ৭টি গুণ বর্ণনা করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ- إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

‘সফলকাম হ’ল ঐসব মুমিন’ (১) ‘যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী’ (২) ‘যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে’ (৩) ‘যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে’ (৪) ‘যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে’ (৫) ‘নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না’ (৬) ‘অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ’ল সীমা লংঘনকারী’ (৭) ‘আর যারা তাদের আমানত ও

অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে’ (৮) ‘যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযত করে’ (৯) ‘তারাই হ’ল উত্তরাধিকারী’ (১০) ‘যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ (মুমিনুন ২৩/১-১১)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মুমিনের ৭টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম গুণ হ’ল ‘তারা ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী’। তারা খুশু-খুযূর সাথে তন্ময়-তদগতভাবে ছালাত আদায় করে। এর বিপরীতে আরও দু’প্রকার মুছল্লীর কথা এসেছে কুরআনে। একদল মুছল্লী হ’ল ‘উদাসীন’ (سَاهُونَ)। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ। আল্লাহ বলেন, ‘দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাতে উদাসীন’ (মাউন ১০৭/৫)। অন্য একদল মুছল্লী হ’ল ‘অলস’ (كُسَالَى)। এটা হ’ল মুনাফিকদের ছালাত। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ‘যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়’ (নিসা ৪/১৪২)। আয়াতদৃষ্টে বুঝা যায় যে, উদাসীন ও অলস মুছল্লীরা জাহান্নামী হবে এবং কেবল মনোযোগী মুছল্লীরাই জান্নাতী হবে। আর তারাই হ’ল সফলকাম মুমিন। কেননা হৃদয় মনোযোগী হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনোযোগী হয়। আর উভয়ের সহযোগে কর্ম সফল হয়। হৃদয়ের টান ও আকর্ষণ না থাকলে কোন কর্মই যথার্থ হয় না। আর আল্লাহর কাছেও তা কবুল হয় না।

(২) ‘যারা অনর্থক কথা ও কাজ এড়িয়ে চলে’। শিরক ও বিদ‘আতসহ সকল প্রকার পাপের কাজ ও বাজে কথাসমূহ এর মধ্যে শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَسَنَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ ‘মানুষের সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হ’ল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা’। [২] আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ‘যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সম্মান বাঁচিয়ে তা অতিক্রম করে’ (ফুরকান ২৫/৭১)। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘মানুষের দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছ যথেষ্ট : (১) সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল[৩] (২) সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হ’ল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা[৪] (৩) কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে[৫] এবং (৪) হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এ দু’য়ের মধ্যে বহু বস্তু রয়েছে অস্পষ্ট। অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হ’ল সে হারামে পতিত হ’ল’। [৬] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ + أَرْبَعٌ فَأَلْهَنَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ َ
اتَّقِ السَّيِّئَاتِ، وَارْهَدْ، وَدَعْ مَا + لَيْسَ بِغْنِيكَ، وَاعْمَلْ بِنِيَّةٍ َ

‘আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম বস্তু হ’ল চারটি কথা। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) : (১) মন্দ থেকে বেঁচে থাক (২) দুনিয়াত্যাগী হও (৩) অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং (৪) সংকল্পের সাথে কাজ কর’।[7]

(৩) ‘যারা নিয়মিতভাবে যাকাত আদায় করে’। এর দ্বারা অধিকাংশ বিদ্বান মালের যাকাত বুঝিয়েছেন। তবে আয়াতটি মাক্কী। আর যাকাত ফরয হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায়। অতএব এর ব্যাখ্যা হ’ল মূল যাকাত ফরয হয়েছে মক্কায়। কিন্তু তার নিছাব নির্ধারিত হয়েছে মদীনায়। যেমন বলা হয়েছে حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ‘তোমরা ফসলের নির্ধারিত অংশ আদায় কর তা কর্তনের দিন’ (আন‘আম ৬/১৪১)। এই আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে এবং এর দ্বারা ওশর ফরয করা হয়েছে। কিন্তু তার নিছাব নির্ধারিত হয়েছে মদীনায়। যা স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই দেয়া রিযিক থেকে আল্লাহর ধনী বান্দারা তার অভাবগ্রস্ত বান্দাদের দিয়ে থাকে। এর দ্বারা তাদের মালের পরিশুদ্ধিতা আসে। অতএব ‘যাকাত’ শব্দের অর্থ যেহেতু ‘পরিশুদ্ধিতা’ সেহেতু এর দ্বারা মালের শুদ্ধিতা এবং মনের শুদ্ধিতা দু’টিই অর্থ নেয়া যেতে পারে। লোক দেখানো যাকাত কবুল হয় না। কারণ সেখানে মনের কপটতা থাকে। ফলে ঐ যাকাতে হৃদয়ের শুদ্ধিতা হাছিল হয় না এবং তা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ‘সফলকাম হ’ল সেই মুমিন, যে তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেছে’। ‘আর ব্যর্থকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি, যে তার হৃদয়কে কলুষিত করেছে’ (শাম্স ৯১/৯-১০)। বস্তুতঃ কামেল মুমিন সেই ব্যক্তি যে তার মাল ও হৃদয় দু’টিকেই পরিশুদ্ধ করেছে।

(৪) ‘যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে’। অত্র আয়াতে মুমিন পুরুষকে তার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যত্র যৌন বাসনা চরিতার্থ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মুমিনা নারী তাদের স্বামী ব্যতীত অন্যকে কামনা করবে না এবং তাদের ক্রীতদাসকেও ব্যবহার করবে না। মুমিন পুরুষ একই সঙ্গে সর্বাধিক চারজন স্ত্রী রাখতে পারে, যদি তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার ও সমতা বিধান করতে পারে। কিন্তু একজন মুমিনা স্ত্রী একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। এটাই আল্লাহর বিধান। এ বিধানের কোন ব্যত্যয় হবে না। কেউ করলে সে দুনিয়াতে ব্যভিচারের দণ্ড ভোগ করবে অথবা আখেরাতে জাহান্নামী হবে। পুরুষ কেন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, আর স্ত্রী কেন একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। এ বিষয়ে তর্ক করা আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল। প্রকৃত জ্ঞানীদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট। মূর্খরাই কেবল এ নিয়ে হৈ চৈ করে। অতএব

জ্ঞানীদের উচিত ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকা যা মানুষকে নির্লজ্জতায় উসকে দেয়।
আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۖ

‘তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না’ (আন‘আম ৬/১৫১)।
তিনি বলেন, ‘وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا’
‘তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ’ (ইসরা ১৭/৩২)।

অতএব যেসব লেখনী, বক্তব্য ও প্রদর্শনী মানুষকে যেনা-ব্যভিচারের দিকে প্ররোচিত করে ও বেহায়াপনার দিকে ধাবিত করে সেসব বস্তু থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। পরিবার প্রধান, সমাজনেতা ও রাষ্ট্র নেতাদের এ বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্র নেতা তার জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্বামী তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান!

তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।[৪] তিনি বলেন,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّيِّ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانُ زَنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانُ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ۖ

আদম সন্তানের জন্য যেনার অংশ নির্ধারিত রয়েছে, যাতে সে অপরিহার্যভাবে পতিত হয়। যেমন তার চোখের যেনা হ’ল দেখা, কানের যেনা হ’ল শোনা, যবানের যেনা হ’ল কথা বলা, হাতের যেনা হ’ল ধরা, পায়ের যেনা হ’ল সেদিকে ধাবিত হওয়া, অন্তরের যেনা হ’ল তার কামনা করা ও আকাংখা করা। অতঃপর গুণ্ডাঙ্গ সেটাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে’।[৫]

অতএব সমাজনেতা ও সরকারের কর্তব্য হ’ল ব্যভিচারে প্ররোচিত করে এমন সকল বিষয়কে নিরুৎসাহিত করা ও বন্ধ করা। নইলে সমাজ দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে। যেভাবে বিগত সকল সভ্যতা ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল নারী ও মদ। আর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ঈমানহীনতা। কেননা মানুষকে ঈমানহীন ও মুশরিক বানাতে পারলেই সে সহজে শয়তানের গোলামে পরিণত হয়। আর শয়তানের প্রধান বাহন হ’ল নারী ও মদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নারী হ’ল গোপন বস্তু। অতঃপর (বেপর্দা) নারী যখনই ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তার পিছে ধায়’।[৬] তিনি বলেন, তোমরা মদ্যপান করো

না। কেননা এটি হ'ল সকল পাপের উৎস'।[11] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার জিহবা ও গুণ্ডাঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব'।[12]

বর্ণিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌনাচার নিষিদ্ধ। বিকৃত রুচির লোকেরা সম্মৈথুন, পায়ুম্মৈথুন, হস্তম্মৈথুন, পশুম্মৈথুন ইত্যাদি নানা শয়তানী কর্মকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর বিধানে এর সবই নিষিদ্ধ এবং অগ্রাহ্য।

(৫-৬) 'যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে'। অত্র আয়াতে দ্বীনী ও দুনিয়াবী কথা ও কাজের সকল প্রকার আমানত বুঝানো হয়েছে। আর আমানতের খেয়ানত করা ও ওয়াদা খেলাফ করা মুনাফিকের বড় লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুনাফিকের নিদর্শন হ'ল তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে তা খেলাফ করে এবং তার কাছে কিছু আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে'।[13] আর সবচেয়ে বড় খেয়ানত হ'ল আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। যে অঙ্গীকার মানুষ পৃথিবীতে আবাদ হওয়ার আগে তার পালনকর্তা আল্লাহর সঙ্গে করেছিল। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলেছিল, হ্যাঁ' (আ'রাফ ৭/১৭২-৭৩)।[14] কিন্তু দুনিয়াতে আবাদ হওয়ার পর শয়তানের কুহকে পড়ে তারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তাওহীদ ভুলে গিয়ে শিরকে পতিত হয়।

অতঃপর বড় খেয়ানত হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। যখন মানুষ তার হাতে হাত রেখে ইসলামের ও আনুগত্যের বায়'আত করেছে। অথচ পরে তা অনেকে কার্যত ভঙ্গ করে। বহু মানুষ তাঁর রেখে যাওয়া ইসলাম কবুল করেছে। অথচ পরে তাঁর বিধান অমান্য করেছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত লাখো মুসলিমের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলে গেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, ইহুদী হোক নাছারা হোক যে কেউ আমার আগমনবার্তা শুনেছে, অথচ যে ইসলামী শরী'আত নিয়ে আমি আগমন করেছি তার উপরে ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করেছে। সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে'।[15] তিনি আরও বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন সে দু'টি বস্তু তোমরা কঠিনভাবে অঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[16] অথচ মুসলিম দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও আমরা হর-হামেশা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করে চলেছি। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে

শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তোমাদের মধ্যকার পারস্পরিক আমানত সমূহে খেয়ানত করো না’ (আনফাল ৮/২৭)। তিনি বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ‘তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’ (ইসরা ১৭/৩৪)।

(৭) ‘যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযত করে’। অর্থাৎ যথা সময়ে নিয়মিতভাবে ও আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে (নিসা ৪/১০৩)।[17] প্রকৃত প্রস্তাবে এর অর্থ হ’ল ছালাতের ওয়াক্ত হওয়া বা আযান হওয়ার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়া ও জামা‘আতের জন্য দ্রুত সেদিকে ধাবিত হওয়া, ছালাতের রুকু-সিজদা এবং উঠা-বসা সবকিছু ছহীহ হাদীছ মোতাবেক পূর্ণরূপে আদায় করা ও সর্বোপরি ধীরে-সুস্থে গভীর মনোযোগ সহকারে ছালাত আদায় করা।[18]

বর্ণিত আয়াতগুলিতে ৭টি গুণের মধ্যে প্রথমে ছালাত ও শেষে ছালাতের কথা বলে এর অসীম গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। প্রথমে খুশু-খুযূর সাথে ছালাত আদায়ের কথা এবং শেষে ছালাতের হেফাযতের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দু’টি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। (ক) ছালাত আদায় করা ব্যতীত সফলকাম মুমিন হওয়ার কোন সুযোগ নেই। (খ) কেবল খুশু-খুযূই যথেষ্ট নয়, বরং অবশ্যই তা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হ’তে হবে। যারা ছালাতকে ধ্যান করা বলতে চান অথবা যারা ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পরেও অন্য তরীকায় ছালাত আদায় করেন, তারা বিষয়টি অনুধাবন করুন।

মনে রাখা উচিত যে, ছালাতের এই পদ্ধতি কোন মানুষের কপোল কল্পিত নয়। বরং সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক জিব্রীলের মাধ্যমে প্রেরিত। যা তিনি স্বীয় ইমামতিতে পবিত্র কা’বা চত্বরে মাক্কামে ইবরাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাতে-নাতে দু’দিন শিখিয়েছেন।[19] বস্তুতঃ ছালাতই একমাত্র ইবাদত, যা বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বান্দাকে শিখানো হয়েছে। অতএব এতে কমবেশী করার অধিকার কারু নেই এবং ছালাত বাদ দিয়ে অন্য কোন তরীকায় আল্লাহকে পাবারও সুযোগ নেই।

আর ছালাত যে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ইবাদত, সেবিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَخْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ‘তোমরা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাক। যদিও (সকল বিষয়ে) যথার্থভাবে তোমরা সেটা কখনো পারবে না। জেনে রেখ তোমাদের সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ’ল ছালাত (অতএব কমপক্ষে সেটা যথাযথভাবে আদায়ে দৃঢ় থাকো)। আর সর্বদা ওযূর

হেফাযত করতে পারে না (অর্থাৎ সঠিকভাবে ওয়ূ করতে পারে না পূর্ণ) মুসলিম ব্যতীত’।[20]

অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, সকল নেক আমল যথাযথভাবে আদায় করা ও তার উপর সর্বদা দৃঢ় থাকা সম্ভব না হলেও যথাযথভাবে ছালাত আদায়ে দৃঢ় থাকা অপরিহার্য। কেননা এটিই হ’ল সর্বোত্তম নেক আমল (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ)।

উপরে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে মানুষ জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী হ’তে পারবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ ، أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ‘যখন তোমরা জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা কর। কেননা সেটাই হ’ল সর্বোচ্চ জান্নাত ও সর্বোত্তম জান্নাত। এখান থেকেই জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে এবং এর উপরেই আমাকে আল্লাহর আরশ দেখানো হয়েছে।[21]

অতঃপর মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না। (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন’।[22] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ‘আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’।[23]

তিনি বলেন, (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’।[24] বস্তুতঃ মুসলমানদের পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলা এবং পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় রাখার জন্য অত্র হাদীছটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে যে গুণটি অর্জন করলে আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হয়, সেটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘(মুনাফিকদের বিপরীতে) মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ (তাওবাহ ৯/৭১)। অত্র আয়াতে মুমিন পুরুষ ও নারীর প্রধানতম গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হ’ল ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ’। মূলতঃ এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর উদ্ভব হয়েছে এবং এটা যথাযথভাবে প্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে’ (আলে ইমরান ৩/১১০)।

বস্তুতঃ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হ’ল আল্লাহর অহী, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বিধৃত রয়েছে। যার যথার্থ বুঝ হাছিল করতে হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। অন্যের বুঝ অনুযায়ী নয়। এর ফলেই সমাজে আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। যার ওয়াদা আল্লাহ অত্র আয়াতে করেছেন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহে বর্ণিত সফলকাম মুমিনের উপরোক্ত গুণাবলী একত্রে নিম্নরূপ :

(১) যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি দ্বিধাহীনচিত্তে বিশ্বাস পোষণ করেন (২) যারা তাদের মাল ও জান দিয়ে সর্বদা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। (৩) যারা ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী হন (৪) যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ হ’তে বিরত থাকেন (৫) যারা নিয়মিত যাকাত দেন (৬) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করেন (৭-৮) যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করেন (৯) যারা তাদের ছালাতের যথাযথ হেফাযত করেন (১০) যারা অন্য মুসলিমের প্রতি যুলুম করেন না (১১) তাকে লজ্জিত করেন না (১২) যারা অন্য মুসলিমের সাহায্যে থাকেন (১৩) যারা অন্যের কষ্ট দূর করেন (১৪) যারা অন্য মুসলিমের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন (১৫) যারা ছোটকে স্নেহ করেন ও বড়কে সম্মান করেন (১৬) যারা সৎকাজের আদেশ দেন ও অসৎকাজে নিষেধ করেন।

উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

- [1]. আবুদাউদ হা/২৫০৪, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১।
- [2]. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯।
- [3]. বুখারী হা/৬৯৫৩।
- [4]. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬।
- [5]. বুখারী হা/১৩।
- [6]. বুখারী হা/৫২ (দ্রঃ ভূমিকা), আওনুল মা'বুদ শরহ সুনানে আবুদাউদ।
- [7]. মিরকাত ভূমিকা অংশ ২৪ পৃঃ।
- [8]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।
- [9]. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।
- [10]. তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯।
- [11]. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৪; মিশকাত হা/৫৮০।
- [12]. বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১২।
- [13]. বুখারী, মিশকাত হা/৫৫।
- [14]. আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১।
- [15]. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।
- [16]. মুওয়াত্তা, মিশকাত হা/১৮৬।
- [17]. বুখারী, মুসলিম, হাকেম ১/১৮৮; দারাকুতনী হা/৯৫৬-৫৭; আহমাদ প্রভৃতি মিশকাত হা/৬০৭।
- [18]. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ, ৩৩ পৃঃ।
- [19]. আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৫৩ পৃঃ।
- [20]. ইবনু মাজাহ হা/২৭৭-৭৮; মিশকাত হা/২৯২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।
- [21]. বুখারী হা/২৭৯০, মিশকাত হা/৩৭৮৭ 'জিহাদ' অধ্যায়; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭।
- [22]. বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।
- [23]. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।
- [24]. তিরমিযী হা/১৯২০; আবু দাউদ হা/৪৯৪৩।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুমিনের ৫০টি গুণাবলী

মু'মিন হিসেবে আমার কেমন হওয়া উচিত ? এর প্রশ্নের জবাব স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমি এখানে ৫০ টি গুণাবলীকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

১/ আল্লাহ তা'য়ালার নাম নিলে ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠবে: إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থঃ ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে। (সূরা আনফাল ২)

২/ আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কক্ষণো শিরক করবে না: لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ٱخَرَ

অর্থঃ তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না। (সূরা ফুরকান ৬৮)

৩/ জিনা করবে না: وَلَا يَزْنُونَ

অর্থঃ ব্যভিচার করে না। (সূরা ফুরকান ৬৮)

৪/ নিজেদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَٰفِظُونَ

অর্থঃ নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মুমিনুন ৫)

৫/ খুশু সহকারে নামাজ আদায় করে: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ حَٰشِعُونَ

অর্থঃ যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ান্বিত হয়, (সূরা মুমিনুন ২, ৯)

৬/ পিতা মাতার প্রতি উফ শব্দও করে না: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ٱفٌ

অর্থঃ তাদেরকে “উহু” পর্যন্তও বলো না (সূরা ইসরা ২৩)

৭/ অযথা এবং বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

অর্থঃ বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে। (সূরা মুমিনুন ৩)

৮/ জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا

يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

অর্থঃ এরা বলে : জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোন জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে। (সূরা জাসিয়া ২৪)

১০/ মূর্খদের সাথে কক্ষণো তর্ক করে না:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

অর্থঃ মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে সালাম বলে দেয় (সূরা ফুরকান ৬৩)

১১/ নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করে নাঃ অর্থঃ যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করে যাবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেনা (সূরা মায়দা ৫৪)

১২/ কক্ষণো মিথ্যা কথা বলবে নাঃ

১৩/ আমানতের খিয়ানত করে না।

অর্থঃ নিজদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ।

১৪/ প্রতিশ্রুতি দিলে রক্ষা করে إِذَا عَاهَدُوا

অর্থঃ যা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে (সূরা বাকারা ১৭৭)

১৫/ পরিপূর্ণ ভাবে যাকাত আদায় করে وَآتَى الزَّكَاةَ

অর্থঃ যাকাত দান করবে (সূরা বাকারা ১৭৭)

১৬/ ইয়াতিমের হক নষ্ট করে না وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ অর্থঃ এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও । (সূরা নিসা ২)

১৭/ রাস্তায় অবস্থানরতদের সাহায্য করে। সূরা বাকারা ১৭৭ নম্বর আয়াত দেখুন।

১৮/ কাফিরদের সাথে শত্রু দিল আর মুমিনদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে। أَشِدَّاءُ ۖ أَوْثَارُ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ অর্থঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল । আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ । (সূরা ফাতহ ২৯)

১৯/ মানুষের ভুল - ভ্রান্তিকে ক্ষমা করে وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ অর্থঃ অন্যের দোষ - ত্রুটি মাফ করে দেয় । (সূরা আলে-ইমরান ১৩৪)

২০/ সর্বাবস্থায় কেবল মাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উপরেই নির্ভর করে। কেবল মাত্র মুমিনদেরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অর্থঃ মু'মিনরা যেন ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে । যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই । তবে হ্যাঁ, তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে । কিন্তু আল্লাহ

তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্ত্বার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে । (আলে – ইমরান ২৮)

২২/ অভাব অনটন এবং স্বচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় দান করে। الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ ۖ اর্থঃ যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে (আলে-ইমরান ১৩৪)

২৩/ রাগান্বিত হলে রাগকে দমন করে وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ ۖ اর্থঃ যারা ক্রোধ দমন করে (আলে-ইমরান ১৩৪)

২৪/ অন্যদের উপাস্যকে গালি দিবে না وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ اর্থঃ আর (হে ঈমানদারগণ!) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না । (আনআম ১০৮)

২৫/ অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করবে না وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ اর্থঃ আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায় সংঘত কারণ ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না (আনআম ১৫১)

২৬/ আল্লাহর আয়াতকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ

অর্থঃআল্লাহর আয়াতকে সামান্য দামে বিক্রি করে না (আলে ইমরান ১৯৯)

২৭/ মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

অর্থঃ মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না (বাকারা ৪২)

২৮/ মানুষকে একথা বলতে পারবে না যে “তুমি মুমিন নও” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ۙ ا ۙ ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَاتِلُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হও তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করো এবং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাকে সাথে সাথেই বলে দিয়ো না যে, তুমি মুমিন নও । (সূরা নিসা ৯৪)

২৯/ কোন রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করে না ۖ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ ۚ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

অর্থঃহে মুসলমানরা ! তোমরা বলো, “আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হিদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল , ইসহাক , ইয়াকুব

ও ইয়াকুবের সন্তানদের তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি । তাদের করোর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না । আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম ।” (বাকারা ১৩৬)

৩০/ মাটিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে ۞ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ۞
অর্থঃরহমানের (আসল) বান্দা তারাই , যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে (ফুরকান ৬৩)

৩১/ সঠিকভাবে ওজন করে এবং ওজনে কম দেয় না ۞ وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞

অর্থঃধবংস তাদের জন্য যারা ওজনে কম দেয় ।

ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো (আনআম ১৫২)

৩২/ হালাল এবং পাক পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করে ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ۚ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ
অর্থঃহে মানব জাতি ! পৃথিবীতে যে সমস্ত হালাল ও পাক জিনিস রয়েছে সেগুলো খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না । (বাকারা ১৬৮)

৩৩/ কক্ষণেই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করবে না ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۚ

অর্থঃ(আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং কোন বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মত অতিক্রম করে যায় । (ফুরকান ৭২)

৩৪/ পেঁচিয়ে কথা বলে না ۞ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلْنَ خَبِيرًا ۖ

অর্থঃআর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন । (নিসা ১৩৫)

৩৫/ মানুষকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে শাসন করে ।

৩৬/ অভাব অনটনের কারণে সন্তান হত্যা করে না ۞ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ ۞ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ

অর্থঃদারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো । (আনআম ১৫১)

৩৭/ কক্ষণেই শপথ ভঙ্গ করবে না ۞ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ ۚ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۚ

অর্থঃআল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোনো অঙ্গীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো । আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ।

৩৮/মানত পূরণ করে وَفُونَ بِالَّذِينَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

অর্থঃএরা হবে সেসব লোক যারা (দুনিয়াতে) মানত পূরণ করে, সে দিনকে ভয় করে যার বিপদ সবখানে ছড়িয়ে থাকবে । (দাহর ৭)

৩৯/ আল্লাহকে প্রদত্ত ওয়াদা পালন করে ۝ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝

অর্থঃ আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অঙ্গীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না । (সূরা রাদ ২০)

৪০/ নিকটাত্মীয়দের সাহায্য করবে । (বাকারা ১৭৭)

৪১/ অসুস্থ এবং পথচারীদের সাহায্য করবে । (বাকারা ১৭৭)

৪২/ নিঃস্ব এবং দরিদ্রদের সাহায্য করবে (বাকারা ১৭৭)

৪৩/ দুঃখ, দুর্দশা এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণ করবে । (বাকারা ১৭৭)

৪৪/ আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে দান করে ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

অর্থঃতারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে । (আনফাল ৩)

৪৫/রাতে কম ঘুমায় مَا يَهْجَعُونَ اللَّيْلَ مِّنَ اللَّيْلِ ۝

অর্থঃ রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাতো । (যারিয়াত ১৭)

৪৬/চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকবে ۝ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۝

অর্থঃতোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে চেহারায় সিজদার চিহ্ন বর্তমান যা দিয়ে তাদেরকে আলাদা চিনে নেয়া যায় । (ফাতহ ২৯)

৪৭/ মানুষকে সৎ কাজের উপদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবে ۝ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۝

অর্থঃএখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল । তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য । তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো । (আলে ইমরান ১১০)

৪৮/ এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে না যেটা প্রকাশ হয়ে পড়লে তারা লজ্জিত হবে ۝ لَا تَسْأَلُوا ۝

عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ

অর্থঃহে ঈমানদারগণ ! এমন কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে । (মায়েরাহ ১০১)

৪৯/ কাজ করার পূর্বে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করে ۞ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْۙ

অর্থঃনিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায় । (শূরা ৩৮)

৫০/ বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবিলা করে ۞ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَۙ

অর্থঃ তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবিলা করে । (শূরা ৩৯)

প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলি

ইমান অর্থ বিশ্বাস । মুমিন মানে বিশ্বাসী । তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসীকে মুমিন বলা হয় । ইসলাম মানে আনুগত্য, মুসলিম অর্থ অনুগত ব্যক্তি, যিনি ইমানের সঙ্গে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন । মুমিন ও মুসলিম জন্মগত ও বংশীয় পরিচয় নয়, বিশ্বাস ও কর্মে তা অর্জন করতে হয় । কোরআন ও হাদিসে প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও সফল মুমিনের গুণাবলি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে ।

ইমান, ইয়াকিন, ইখলাস, তাকওয়া, তাজকিয়া ও ইহসান অর্জনের মাধ্যমে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ সফল মুমিনের গুণাবলি । আল-কোরআনের শুরুতেই বিবৃত হয়েছে, ‘আলিফ লাম মিম! এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, এটি মুত্তাকিনদের জন্য পথনির্দেশ । যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদের যে রিজিক-দৌলত দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে । আর যারা বিশ্বাস করে তারা আপনার প্রতি, অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আর যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে এবং তারা পরকালের প্রতি একিন তথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে । এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপরে রয়েছে এবং এরাই সফলকাম ।’ (সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ১-৫, পারা: ১, পৃষ্ঠা ১) ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মজিদে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, ‘দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ লোকে মূর্খতাসুলভ সম্বোধন করে তখনো তারা সালাম ও শান্তির বাণী বলে । তারা রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সেজদায়

অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে এবং তারা বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ! নিশ্চয়ই তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট!” আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা মধ্যপন্থায় থাকে। তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ বা মাবুদকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীনাবস্থায় স্থিত হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ এদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা তওবা করে ও সৎকর্ম করে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সহিত তা উপেক্ষা করে চলে। আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না এবং যারা প্রার্থনা করে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হবে এবং আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।” এদের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সম্ভাষণসহকারে; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসন হিসেবে তা কতই উৎকৃষ্ট! (সূরা-২৫ ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৭৬)।

পবিত্র জীবনযাপনই সফলতার চাবিকাঠি। কোরআন মজিদের বাণী, ‘সফল হলো তারা যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, আর ব্যর্থ মনোরথ হলো তারা যারা নিজেকে কলুষ আচ্ছন্ন করল।’ (সূরা-৯১ শামস, আয়াত: ৯-১০)। ‘সাবধান! একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্মকর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।’ (সূরা-৩৯ জুমার, আয়াত: ৩)।

তাকওয়া বা পরহেজগারি বেশি আমল করাকে বলে না; বরং বদ আমল বা মন্দ কাজ পরিহার করে চলাই হলো তাকওয়া। প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, ‘তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে দেখতে না-ও পাও; তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।’ (বুখারি, হাদিস: ৪৮)।

অন্তরের বিশ্বাসের প্রতিফলনই হলো সব ক্রিয়াকলাপ। একমাত্র চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমেই সফলতা তথা ইহজগতে শান্তি ও পরজগতে মুক্তি লাভ সম্ভব। এরই জন্য সব ধর্মাচার, অনুশাসন, বিধিবিধান ও ইবাদত অনুশীলন।

প্রকৃত মুমিনের বিশেষ পাঁচ গুণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট একজন কাফেরের চেয়ে একজন মুমিনের মর্যাদা অনেক বেশি। তাই তো তিনি পবিত্র কোরআনে দ্ব্যর্থহীন কঠো ঘোষণা করেছেন, «একজন মুমিন কৃতদাস একজন (স্বাধীন) মুশরিকের চেয়ে উত্তম।» (সূরা বাকারা: ২২১) ঈমান-আমলের ওপর ভিত্তি করেই একজন মানুষ পরকালে কাক্ষিত মর্যাদা লাভ করবে। যার ঈমান-আমল যত ভালো হবে, তার মর্যাদাও তত বৃদ্ধি পাবে। মুমিনের যথাযথ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন না করে স্রেফ জন্মসূত্রে কিংবা কালিমা পড়ে ঈমান গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে প্রকৃত মুমিনের অনেক গুণাবলি উল্লেখ করেছেন। এখানে সূরা আনফাল এ বর্ণিত পাঁচটি গুণ উল্লেখ করা হলো।

প্রকৃত মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম নেয়া হলে, তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা আপন প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রাখে। যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো প্রকৃত মুমিন! তাদের জন্য রয়েছে আপন প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।» (সূরা আনফাল: ২-৪)

১. আয়াত শ্রবণমাত্রই অন্তর কেঁপে ওঠা : অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও ভালোবাসায় ভরপুর, যার দাবি হলো তাঁর শ্রদ্ধা ও ভয়। আর রবকে ভয়কারী বান্দার জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। ইরশাদ হয়েছে, «পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে নিভৃত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।» (সূরা নাজিয়াত: ৪০-৪১)

২. ঈমানের উন্নতি: অর্থাৎ কোরআনের আয়াত শ্রবণমাত্রই তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়; কারণ তারা তা গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করে। ফলে সেটি অন্তরে

রেখাপাত

করে।

৩. মহান রবের উপর ভরসা ও পূর্ণ আস্থা অর্জন: অর্থাৎ যারা স্বীয় রব ব্যতীত কারো উপর আস্থাশীল ও আশাবাদী নয়। তাকে পাওয়াই যাদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যারা তাঁর কাছ থেকে সবকিছু প্রার্থনা করে মঞ্জুর করিয়ে নেয়।

৪. নামাজ কায়েম করা: <নামাজ কায়েম মানে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতের প্রতি যত্ন রেখে যথাসময়ে নামাজের পাবন্দি করা।> (তাফসিরুল জালালাইন: ১৪৭) ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ। প্রিয়নবী (সা.) বলেন, <যে ব্যক্তি যথাযথভাবে পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে এবং অবহেলা করে এর কোনোটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা ঠিকমতো পালন করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।> (সুন্নে আবু দাউদ: ১৪২০)

৫. আল্লাহর রাস্তায় দান করা: জাকাত-ফিতরা, নফল সদকা, পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় প্রভৃতি সবকিছুই দানের অন্তর্ভুক্ত। তবে আল্লাহর নিকট তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য উপকারী ব্যয়ই সর্বাধিক পছন্দনীয়। আল্লাহ আমাদের প্রকৃত মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন।

যে ৪ গুণ মুমিনের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়

বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি মানুষকে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। মানুষের দুনিয়া ও পরকালের সফলতায় অসংখ্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ছোট্ট একটি হাদিসে ৪টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যার দুইটি মেনে চলতে হবে। দুইটি ছেড়ে দিতে হবে, যা মানুষকে অনন্য মর্যাদা ও সফলতার পথ দেখাবে। হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের দুইটি শাখা-১. লজ্জা-সম্মত ও ২. অল্প কথা বলা। আর মুনাফেকির দুইটি শাখা-১. অশ্লীলতা ও ২. বাকপটুতা (বাচালতা)। (তিরমিজি, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, মিশকাত)

উল্লেখিত হাদিসে লজ্জা ও অল্ল কথা বলাকে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে। আবার অল্লীল কথা ও কাজ এবং বেশি কথা বলাকে মুনাফেকির শাখা হিসেবে ঘোষণা করেছেন বিশ্বনবি। হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী, ঈমানদার ব্যক্তির অন্য মর্যাদা ও সফলতা পেতে ৪টি কাজ করতে হবে। তাহলো-১. সব সময় লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করে চলা।২. অল্ল কথা বলা।৩. অল্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।৪. বেশি কথা না বলা।
একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-মর্যাদা রক্ষায় উল্লেখিত ৪ গুণ অর্জনের বিকল্প নেই। যারাই হাদিসের এ ৪টি কাজের উপর আমল করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের দান করবেন দুনিয়া ও পরকালের অনন্য মর্যাদা ও সফলতা।

মুমিন বান্দার জন্য আরও ৪টি বিষয় স্মরণ রাখা জরুরি-১. মুমিন যখন কথা বলে, তখন তা হবে মানুষের কল্যাণে বা মানুষকে বোঝানোর জন্য।২. মুমিনের নীরব থাকে নিরাপদের থাকার জন্য।৩. মুমিন একাকি থাকে, কোনো কিছু অর্জন করার জন্য।৪. আর মুমিন মানুষের সঙ্গে মিশে কোনো কিছু শেখার জন্য।
সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করা। ঈমানদারের কথা বলা, নীরব থাকা, একাকি থাকা কিংবা কারো সঙ্গে চলাফেরা যেন হয় কল্যাণের জন্য। যার ফলে দুনিয়া ও পরকালে পাবে শান্তি সফলতা।

বিশেষ করে দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় অল্লীলতা ও খাবার কাজ থেকে বেঁচে থাকতে মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি এ দোয়া করা-اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ-উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আ’মালি ওয়াল অহুওয়্য ও অল্‌দুওয়্য।’
‘অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে/অল্লীল) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ বালাই থেকে আশ্রয় চাই।’
(তিরমিজি)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সূরা মুমিনুন : সফল মুমিনের কয়েকটি গুণ

উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কুরআনের রয়েছে বহু শৈলী। কখনো আদেশ-নিষেধের সুরে, কখনো পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দিয়ে, কখনো সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিআমতের কথা উল্লেখ করে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন শৈলীতে কুরআনে কারীমে উপদেশ পেশ করা হয়েছে। প্রতিটি শৈলীরই রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আবেদন।

এই শৈলীগুলোর একটি হল, মুমিনদের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা। উদ্দেশ্য হল, মুমিনগণ যেন এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়; ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে এগুলোকে গ্রহণ করে।

সূরা মুমিনূনের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনের এমনই কিছু বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনরা; যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে; নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হল সেই ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

-সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-১১

সুনানে কুবরা নাসায়ীর একটি হাদীসে এসেছে, ইয়াযিদ বিন বাবনুস রাহ. বলেন, একদা আমরা হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! কেমন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক?

তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক হল কুরআন। এরপর তিনি ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ থেকে ۞ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ পর্যন্ত তিলাওয়াত

করেন এবং বলেন, এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক।
-সুনানে কুবরা, নাসায়ী ১১২৮৭

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনের সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

এক : الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন নামাযে ‘খুশু’ অবলম্বন করে। নামায ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিনের চক্ষু-শীতলতা। আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

নামাযে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা। -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৪০

অন্য হাদীসে এসেছে-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ.

সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২

তবে নামাযের মিস্ততা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অনুভূতি তখনই উপলব্ধি হবে, যখন নামায ‘খুশু’ এর সাথে আদায় করা হবে। আয়াতে শুধু নামায পড়ার কথা বলা হয়নি; বরং ‘খুশু’-এর সাথে নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে। ‘খুশু’-এর অর্থ হল, বিনয়ের সাথে অন্তরকে আল্লাহর অভিমুখী করা। -তাফসীরে কাবীর ২৩ : ২৫৯

নামাযে ইচ্ছাকৃত অন্তরে অন্য কোনো খেয়াল না আনা। অন্য কোনো খেয়াল এসে গেলে সাথে সাথে মন নামাযের অভিমুখী করা। ‘খুশু’ হাছিলের একটা সহজ পদ্ধতি হল নামাযে যা পড়া হয় তার দিকে ধ্যান রাখা। অর্থ জানা থাকলে অর্থের দিকে খেয়াল করা। দিলের মধ্যে এই অনুভূতি রাখা যে, আমি সর্বক্ষমতাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

‘খুশু’ এর অপরিহার্য দাবি হল, নিজের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থির রাখা। (প্রাগুক্ত)

যেটাকে আমরা ‘খুযু’ বলে থাকি। এর সারকথা হল, নামাযের মধ্যে প্রতিটি অঙ্গ সুল্লাহসম্মত পন্থায় রাখা। এজন্য প্রত্যেকের জন্য জরুরি হল, নামাযে কোন্ অবস্থায়

কোন অঙ্গ কীভাবে রাখতে হয় তার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ :

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।

মুমিনের বিশেষ একটি গুণ হল সে لغو থেকে বেঁচে থাকে। হাদীছ শরীফে এসেছে-

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ .

সুন্দর মুসলিম হওয়ার একটি নিদর্শন হল, অর্থহীন কাজ ত্যাগ করা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৮

অহেতুক বিষয় (لغو) থেকে বেঁচে থাকার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র হল, সকল প্রকার গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা। তেমনিভাবে এমন কথা, কাজ, লেখা ও চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা, যাতে না দ্বীনী কোনো ফায়েদা আছে, না দুনিয়াবী কোনো ফায়েদা আছে।

অহেতুক বিষয় (لغو) থেকে বেঁচে থাকার একটি প্রায়োগিক দিক হল, কোনো বেহুদা ও অহেতুক আচরণ বা কথার সম্মুখীন হলে প্রতিউত্তর না দেওয়া, এড়িয়ে চলা। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا .

তারা (রহমানের বান্দারা) যখন বেহুদা কার্যকলাপের পাশ দিয়ে যায় তখন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে যায়। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৭২

الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ :

যারা যাকাত সম্পাদনকারী।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন যাকাত আদায় করে। যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। হাদীসের ভাষায় ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। তাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি, যাকাত ফরয হলে যাকাত আদায় করা। যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ .

যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে)

এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তা মজা করে ভোগ কর। -সূরা তাওবা (৯) : ৩৪-৩৫

বুখারী শরীফের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَيْبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ الْآيَةَ

যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদকে বিষাক্ত সাপের আকৃতি দিয়ে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত মাল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন-

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

[আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে- এটা তাদের জন্য ভালো কিছু; বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। আকাশ ও পৃথিবীর মিরাস কেবল আল্লাহরই জন্য। তোমরা যা-কিছুই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। -সূরা আলে ইমরান (৩) ১৮০] -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪০৩

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ :

যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য সে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না। নিজের স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারো সাথে তার চাহিদা পূরণ করে না। এ প্রসঙ্গে আরও ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۝

মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। -সূরা নূর (২৪) : ৩০-৩১

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ ۝

যে আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ অর্থাৎ, যবান এবং দুই পায়ের মাঝের অঙ্গের (সঠিক ব্যবহারের) যামানত দেবে, আমি তার জন্য জালালের যামিন হব। -
সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

وَ الَّذِينَ هُمْ لَامِنْتَهُمْ وَ عَهْدُهُمْ رَاعُونَ:

এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

এই আয়াতে মুমিনের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে :

এক. মুমিন আমানতের হেফাযত করে। আমানতের হেফাযত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলামে ‘আমানতের হেফাযত’ কথাটার মধ্যে যে ব্যাপকতা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে মুসলমানদের যে ইতিহাস সংরক্ষিত আছে তা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। হিজরতের প্রসিদ্ধ ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কঠিন মুহূর্তেও নিজের কাছে গচ্ছিত আমানত আদায়ের জন্য হযরত আলী রা.-কে মক্কায়ে রেখে যান। (দ্র. সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৬/২৮৯)

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় আমানত হেফাযতের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দিবে। -সূরা নিসা (৪) : ৫৮

আমানতের খেয়ানতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকের আলামত বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ.

মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ওয়াদা ভঙ্গ করে, তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯

‘আমানত’ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, কারো কাছে কোনো কিছু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখা। এটাও আমানত এবং এর খেয়ানত অনেক বড় গুনাহ। তবে কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত ‘আমানত’ শব্দ আরো অনেক বিষয়কে ধারণ করে। যেমন, আমাদের মেধা, যোগ্যতা, আমাদের সময়, আমাদের জীবন, মোটকথা আমরা যেসকল নিআমত ভোগ করি এসবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত। কিয়ামতের দিন এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদীসে এসেছে-

لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ.

কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তার জীবন সম্পর্কে- কী কাজে তা ব্যয় করেছে। তার ইলম সম্পর্কে- তদনুযায়ী কী আমল করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে- কোথা থেকে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় খরচ করেছে। এবং তার শরীর সম্পর্কে- কোন্ কাজে সে তা ক্ষয় করেছে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪১৭

তেমনিভাবে আমাদের পারস্পরিক প্রার্থিত রায় ও পরামর্শ, গোপন কথাবার্তা, অর্পিত দায়দায়িত্ব এসব কিছুও আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮২২

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ التَّفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

যদি কেও কোনো কথা বলার সময় (গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে) এদিক সেদিক তাকায় (অথবা কথাটি বলে প্রস্থান করে।) তাহলে তার কথা আমানত বলে গণ্য হবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৫৯

আরেক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। পরিবারের কর্তা তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার পরিবার বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদের বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৫৫৮

দুই. মুমিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, সে কৃত আশ্রয় বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এটিও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৪

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

হে মুমিনগণ তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। -সূরা মায়িদা (৫) : ১

কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত ‘আহদ’ শব্দের ব্যাপক অর্থে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পারস্পরিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি এই ‘আহদ’-এর অন্তর্ভুক্ত। এটা দুই ব্যক্তির মধ্যে হতে পারে, কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে হতে পারে অথবা কোনো রাষ্ট্রের সাথেও হতে পারে।

একে অপরকে যে ওয়াদা দেয়া হয় সেটাও এই ‘আহদ’-এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিনের পুরো জীবনটাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা ‘আহদ’-এর সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রথম ক্ষেত্র। কালেমার মাধ্যমে সে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আল্লাহ তার মাবুদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে সে তার জীবন পরিচালিত করবে। এটা হল একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় ‘আহদ’ বা প্রতিশ্রুতি, যা পূরণ করা একজন মুমিনের জন্য প্রথম ফরয। অন্যান্য সকল চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা এই ‘আহদ’-এর অধীন।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ :

যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ‘নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে’ কথাটা ব্যাপক। এর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যেমন, পাবন্দির সাথে নামায আদায় করা, কখনো পড়বে কখনো পড়বে না-এমন নয়। সময়মতো নামায আদায় করা। জামাতের সাথে আদায় করা। নামাযের অন্য সকল শর্ত, আদাব ও নিয়ামাবলি রক্ষা করে সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করা। (দ্র. তাফসীরে কাবীর ২৩/২৬৩)

এর জন্য জরুরি হল নামাযের এসকল শর্ত ও আদাব সম্পর্কে ইলম হাছিল করা।

এই সাতটি বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন তাঁদের ব্যাপারে সফলতার ঘোষণা দিচ্ছেন এবং সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁরা জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের প্রথম ও শেষ উভয়টিই নামাযের সাথে সম্পৃক্ত। এর দ্বারা বুঝা যায় মুমিনের যিন্দেগীর সফলতার জন্য নামাযের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এই সব বৈশিষ্ট্য অর্জনের তাওফীক দান করুন এবং আপন ফযল ও করমে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরসূরি বানিয়ে দিন- আমীন।